

নতি সন্দির ব্রত

নতি সন্দির ব্রতের বধিান- চতৈর মাসের সংক্রান্তরি দনি থকে বৈশাখ মাসের সংক্রান্তরি দনি পর্যন্ত প্রতদিনি নতি সন্দির এই ব্রত পালন করত হয।

প্রতদিনি সকালে একজন এযোক সখিতে সন্দির পরযি. দযি. ভালো করে জল যোগ করত হয. আর বকিালে নানারকম ফলমূল ও মষিটান্ন দতি হয। সারা বৈশাখ মাস এইভাবে এই ব্রত পালন করত হয।

চার বছর নতি সন্দির ব্রত পালনের নযিম। প্রথম বছর একটি, দ্বিতীয়. বছর দুটি, তৃতীয়. বছর তিনটি আর চতুর্থ বছরের বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে, এইভাবে চারটি ওকে সকালে সন্দির আর বকিলে ফলমূল, মষিটান্ন ও দক্ষিণা দযি. ব্রত উদযাপন করার নযিম।

নতি সন্দির ব্রতের ফল- সধবারা নতি সন্দির ব্রত নোয়ার অধিকারিনী। এই ব্রত নলি সধবা দরে সখিরি সন্দির অক্ষয. হয। য়ে স্ত্রীলোক নতিয সন্দিরের ব্রত পালন করে, তাকে বধিব্য — যন্ত্রণা ভোগ করত হয. না, আর সে আদরিনী ও স্বামী- সোহাগিনী হয. থাকে।

নতি সন্দির ব্রতের দ্রব্য ও উদযাপনের বধি- চতুর্থ বছরে, বৈশাখী সংক্রান্তিতে চারজনে এযোক নমিন্ত্রণ করে খুব তৃপ্তরি সঙ্গে খাওয়াত হয।

যাকে দযি. নতি সন্দির ব্রত নোয়া হয., সম্ভব হলে তাকে সোনা লোহা (নোয়া) আর রূপের সন্দির কটোটো দতি পারলে ভালো হয। আর যদি এই ভাবে দোয়া সম্ভব না হয. তাহলে, শুধু কাপড়., সন্দির কটোটো, সন্দির চুপড়ি, রুলি, আলতা, লোহা (নোয়া), আয়না আর চরুনি ও দোয়া যায়।

এইভাবে সকলকেই দোয়ার নযিম। কনিতু প্রথম যাকে দযি. এই নতি সন্দির ব্রত নোয়া হয. কেবল তাকেই সোনার নোয়া আর রূপের সন্দির কটোটো দযি. এই ব্রত উদযাপন করত হয।